কাদিয়ানিরা অমুসলিম কেন?

মূল
মাওলানা মানযুর নুমানী রহ.

অনুবাদ
মুহাম্মাদ নূরুল্লাহ্

সম্পাদনা
মাওলানা মাসউদুর রহমান

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী ™

بسم الله الرحمن الرحيم

লেখক পরিচিতি

মাওলানা মানযুর নুমানী রহ. ভারতের মুরাদাবাদ জেলার সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতাঃ সুফী আহমদ হোসাইন। জন্মঃ ১৯০৫ ঈ. মৃত্যুঃ ১৯৯৭ ঈ.। বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারতে লেখাপড়া সমাপন। কর্ম জীবনে সফল শিক্ষক, একাধিক কালজয়ী গ্রন্থের লেখক, বহুল প্রচারিত উর্দূ-মাসিক 'আল ফুরকান' এর সম্পাদক, হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস রহিমাহুল্লাহ এর সাহচর্যপ্রাপ্ত দীন প্রচারক এবং প্রখ্যাত ওলী মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরী রহিমাহুল্লাহ এর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত একজন নিভৃতচারী সূফী।

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার। অজস্র অগণিত সালাত ও সালাম সৃষ্টিকুলের অহঙ্কার আন-নাবিয়্যুল খাতিম (সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী) হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সকল সত্য অনুসারীর প্রতি।

এই গুনাহগারের প্রথম বই প্রকাশিত হল। বই প্রকাশের এই শুভ মুহূর্তে কলব ও কলম পরম করুণাময় খালিক ও মালিকের কতৃজ্ঞতায় সিজদা অবনত। যবান প্রশংসামুখর দিল আনন্দে ব্যাকুল। বইটি উর্দূ ভাষার খ্যতিমান লেখক ও চিন্তাবিদ মাওলানা মানযুর নুমানী রহমাতুল্লাহি আলাইহির একটি মূল্যবান পুস্তকের অনুবাদ; সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে কিছু টীকা, সংক্ষিপ্ত একটি প্রবন্ধ ও দৈনিক প্রথম আলো ১৭.০১.২০১৩ ইং তারিখের ক্রোড়পত্রে কাদিয়ানিদের শতবর্ষপূর্তিতে প্রকাশিত বিবরণ ও কিছু জওয়াবী কথার সংযোজন।

উর্দূ ভাষার মহান লেখক মাওলানা নুমানীকে বোদ্ধা মহল যেমনটি জানেন, তিনি ছিলেন আপন সময়ের একজন বিশুদ্ধ ও খাঁটি আলিমে দীন, ইসলাম ও মুসলিম জাতির একজন সাচ্চা খাদেম। উর্দূভাষী বিপুল জনগোষ্ঠী উজ্জীবিত ও উপকৃত হতেন তাঁর ক্ষুরধার ও প্রামাণ্য ধারার সহজ-সরল লেখায়। বিভিন্ন ভাষায় তাঁর গ্রন্থাবলীর ব্যাপক অনুবাদ সেই সত্যেরই সাক্ষ্য বহন করছে। বাংলা ভাষায় অনুদিত এ যাবত তাঁর যত রচনা প্রকাশিত হয়েছে, সবই পাঠকের ভক্তি ও ব্যাপক সমাদরে সিক্ত হয়েছে। মাওলানা নুমানীর এই গ্রন্থটিকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের 'সর্ব শ্রেষ্ঠ রচনা' বলে আখ্যা দিয়েছেন বর্তমান বিশ্বের অন্যতম ফকীহ ও চিন্তাবিদ মুফতি তাকি উসমানি দা. বা.।

বাংলা ভাষায় এখন ইসলামী বই পুস্তকের চাহিদা অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু দুঃখ ও লজ্জার কথা এই যে, গুরুত্বপূর্ণ বহু বিষয়ে মানসম্মত বইয়ের অভাব

এখনও বেদনাদায়ক। আল্লাহ তাআলা এই বেদনা উপশমের ব্যবস্থা করে দিন।

কাদিয়ানি ফেতনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে ইতিপূর্বে দুর্বলভাবে হলেও প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছিল। তারা নিজেদের কৌশল ও অপতৎপরতা নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল। গত কয়েক বছরে তারা দেখতে পাচ্ছে যে, তাদের কর্ম-কাণ্ডে বাধা দেওয়ার যেন আর কেউ নেই। সে কারণেই তাদের আদি ও আসল 'ইসলাম বিরোধী' চেহারার দাম্ভিক প্রদর্শন সম্ভব হল নাস্তিক-ব্লগারদের জাগরণ মঞ্চে। গত এক শ বছরের দীর্ঘ সময়ে এমন বাধাহীন অবস্থার কল্পনা করাও ছিল তাদের জন্য অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং বাংলাদেশের বর্তমান সময়টিকে বলা যায় 'কাদিয়ানিদের স্বর্ণযুগ।'

পাঁচ বছর আগের জরিপে জানা যায় বাংলাদেশে কাদিয়ানি সেন্টারের সংখ্যা ছিল ৮৭-১০০। মাত্র ৪ বছরের ব্যবধানে সেই সংখ্যাটি ৫৫০ কেও ছাড়িয়ে গেছে। এই সময়ে না জানি কত ঈমানদার হারাল তাদের– ঈমান!

বোধ হয় সেই আনন্দেই তারা ১৭ই জানুয়ারি, ২০১৩ প্রকাশ করল 'সাফল্যে'র শত বার্ষিকী।

ব্রিটিশ সরকার বিশেষ এজেণ্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতের জনৈক মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানিকে নবীরূপে দাঁড় করায়। এই ব্যক্তি নানান উদ্ভট দাবি-দাওয়ার মাধ্যমে ইসলামের বহু স্বতঃসিদ্ধ বিষয়কে অস্বীকার করতে থাকে। পরে তার স্বরূপ উম্মোচন করে উলামায়ে কেরাম কুরআন-হাদীসের আলোকে তাকে ও তার অনুচরদেরকে কাফির হওয়ার ফতওয়া প্রদান করেন।

১৯০৮ সালে এই ভণ্ড নবুওয়াতের দাবিদার লোকটি লাঞ্ছনাকর ও ঘৃণিতভাবে মৃত্যুবরণ করে। তার মৃত্যুর পর তার নির্বোধ অনুচররা ইয়াহুদি-খ্রিস্টান শক্তির প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ফিতনার এই দাবানল পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার প্রয়াস চালায়। ইতিমধ্যে বহু মুসলিম দেশ তাদেরকে কাফির ঘোষণা

করেছে এবং সে-সব দেশে তাদের প্রবেশ নিষেধ করেছে। বাংলাদেশেও এই দাবি উঠেছে। তাদেরকে কাফির ঘোষণার প্রতিশ্রুতি পত্রে এদেশ স্বাক্ষরকারীও বটে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, তাওহিদী জনতার এই প্রাণের দাবিকে উপেক্ষা করে কাদিয়ানিদের ধ্বংসাত্মক বিচরণকে এ দেশে বাধাহীন করে দেয়া হয়েছে।

অতি অল্প সময়ে বইটির অনুবাদ ও পাণ্ডুলিপি তৈরীর কাজ শেষ হয়েছে। সহৃদয় পাঠকের কোনো সুপরামর্শ থাকলে বা কোনো ভুল-ত্রুটি চোখে পড়লে জানিয়ে বাধিত করবেন।

পরিশেষে পরম করুণাময় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন এর লেখক, প্রকাশক, অনুবাদকসহ সকল শুভানুধ্যায়ির শ্রম কবুল করেন। অধম অনুবাদকের গোনাহ ক্ষমা করেন এবং আজীবন সত্য প্রকাশে তার কলম ও যবানকে নিয়োজিত রাখেন।

মুহাম্মাদ নূরুল্লাহ
মালিবাগ, ঢাকা-১২১৭

অর্পণ

আমার আব্বা, আম্মা
এবং আমার বিশেষ দুজন উস্তাযের পূণ্য হাতে...

এক: মুফতী নূর মুহাম্মাদ সাহেব
জীবনের একটি সঙ্কটময় মুহূর্তে যিনি বাড়িয়ে ছিলেন করুণার হাত।

দুই: মুফতী হাফিজুদ্দীন সাহেব
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই দেশে খ্রিস্টান মিশনারী অপতৎপরতায় ধর্মান্তরের সয়লাব ঠেকাতে যিনি অস্থির হয়ে ছুটে বেড়ান দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

بسم الله الرحمن الرحيم

গ্রন্থায়নের পটভূমি

যাবতীয় প্রশংসা মহান রাজাধিরাজ পরম করুণাময় এক আল্লাহর। অজস্র, অগণীত সালাম হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যাঁর মাধ্যমে শুভ সমাপ্তি ঘটে নবুওয়াতের পবিত্র ধারার।

প্রিয় পাঠক! এই ছোট পুস্তিকা- যা এখন আপনার হাতে, মাসিক আল ফুরকান সম্পাদক মাওলানা মানযুর নুমানীর রহ. কয়েকটি প্রবন্ধের সারাংশ। প্রবন্ধগুলো রচনাকালে এই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, এখানের বক্তব্যগুলো হবে অত্যন্ত সহজ-সাবলীল ভাষায় লিখিত। অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিরাও যেন তা সহজে বুঝতে পারে এবং বিষয়টি সম্পর্কে স্বচ্ছ সঠিক ধারণা অর্জন করতে পারে।

প্রথম নিবন্ধ 'ইসলাম ও কাদিয়ানি মতবাদ' ১৯৭৪ ঈসায়ীর 'আল-ফুরকান, আগস্ট সংখ্যার সম্পাদকীয় রূপে লিখা হয়েছিল। যখন পাকিস্তানের সকল শ্রেণীর উলামায়ে কেরাম ও আপামর জনতা কাদিয়ানি বিরোধী এক তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। তারা সরকারের নিকট কাদিয়ানিদেরকে আইনীভাবে অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণার জোরালো দাবি জানাচ্ছিল। সে সময় ভারতীয় পত্র-পত্রিকা বিশেষত অমুসলিমদের খববের কাগজগুলো এর সম্পূর্ণ উল্টো নানান বক্তব্য প্রকাশ ও প্রচার করছিল। ইসলাম সম্পর্কে একেবারে অমুসলিমদের মতোই অজ্ঞ কিছু মুসলমানও বিষয়টির বিরুদ্ধে বক্তব্য ও বিবৃতি প্রচার অব্যাহত রেখেছিল।

হযরত মাওলানা মানযুর নুমানী রহ. ঐ সকল ভদ্রলোকের ভুল বুঝাবুঝি দূর করার লক্ষ্যে এই ক্ষুদ্র নিবন্ধনটি লিখে ছিলেন। এ প্রবন্ধে তিনি ইসলামের স্বরূপ এবং তার সীমারেখা স্পষ্টভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, ইসলাম ও কাদিয়ানিইজম সম্পূর্ণ বিরোধপূর্ণ ও সংঘাতমুখর দু-বস্তু।

দ্বিতীয় নিবন্ধ 'কাদিয়ানিরা মুসলমান নয় কেন?' সেই সময় লিখা হয়, যখন পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ১৯৭৪ ঈসায়ীর সেপ্টেম্বরে সকলের ঐক্যমতে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে কাদিয়ানিদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু

ঘোষণা দিয়ে ফেলেছে। এ নিবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে যে, কাদিয়ানিদের অমুসলিম হওয়ার ব্যাপারে ন্যূনতম সন্দেহেরও সুযোগ নেই। এতে বিষয়টি ভর দুপুরের সূর্য্যের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে।

তৃতীয় নিবন্ধ 'কাদিয়ানি সম্প্রদায় এবং একটি বিদ্বান মহল'-এটি মূলত একটি প্রবন্ধের সমালোচনা এবং জবাব যা দিল্লীর 'আল জমিয়ত' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক মাওলানা উসমান ফারাক্লীথ সাহেবের নামে দিল্লী 'শবস্তান' পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছিল। একই প্রবন্ধ পরবর্তীতে 'শবস্তানের' সৌজন্যে কাদিয়ানিদের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক-পুস্তিকায় ছাপা হয়েছিল। প্রবন্ধটিতে কাদিয়ানিদেরকে মুসলমান সাব্যস্ত করার জন্যে অত্যন্ত চতুরতা ও চালাকির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছিল। মাওলানা নুমানীর সার্থকতা হল, তিনি এই জবাবী নিবন্ধে দিনের আলোর ন্যায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, 'কাদিয়ানিদের ওকালতিতে শবস্তান পত্রিকার নিবন্ধটি অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা ও ধোকাবাজির চূড়ান্ত বিহ:প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়।'

(আল্লাহর শোকর, পরবর্তীতে ফারাক্লীথ সাহেব নিজে এক বিবৃতিতে স্পষ্ট করেছেন যে, শবস্তান পত্রিকার উক্ত নিবন্ধে উদ্দেশ্যমূলকভাবে তার নাম ব্যবহার করা হয়েছে। নিবন্ধটি আদৌ তার রচনা নয়। সেই বিবৃতিতে তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, মাওলানা মানযুর নুমানী রহ. আল-ফুরকানে উক্ত নিবন্ধের সমালোচনায় যা লিখেছেন তা সঠিক এবং তিনি এর সঙ্গে একমত।

ফারাক্লীথ সাহেবের উক্ত বিবৃতি দিল্লীর 'দৈনিক দাওয়াত' পত্রিকাতেও ২৫ জানুয়ারী ১৯৭৫ ঈসায়ীতে প্রকাশিত হয়।)

'শবস্তান' পত্রিকার উক্ত প্রবন্ধে আখেরি জামানায় হযরত ঈসা মসীহের 'অবতরণ' প্রসঙ্গেও আলোকপাত করা হয়েছিল। মাওলানা নুমানী সে বিষয়েও পৃথক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। যা গ্রন্থিত হল বর্তমান পুস্তকের শেষ প্রবন্ধ হিসাবে। শিরোনাম 'ঈসা মসীহের আ. পৃথিবীতে অবতরণ ও জীবন-যাপন'।

পুস্তকটি আল্লাহ তাআলা কবুল করুন এবং এটিকে এই বিষয়ে সংশয়-সন্দেহ এবং ভ্রান্ত-বিশ্বাসে লিপ্ত লোকদের ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টি সংশোধনের উপায় বানিয়ে দিন। আমীন।

মুহাম্মদ হাসান নুমানী
ব্যবস্থাপক, আল-ফুরকান বুকডিপো, লাখনৌ।
জুন, ১৯৭৫ ঈ.

সূচীপত্র

১। ইসলাম ও কাদিয়ানি মতবাদ ১১

২। কাদিয়ানি সম্প্রদায় মুসলমান নয় কেন? ১৭

৩। কাদিয়ানি সম্প্রদায় এবং একটি বুদ্ধিবৃত্তিক মহল ৩৬

৪। হায়াতে ঈসা আ. এবং তাঁর অবতরণ
কুরআন, হাদীস ও প্রজ্ঞার রশ্মিতে ৫৬

৫। কাদিয়ানি ধর্মমতঃ ক্রমবিকাশের ইতিহাস
ও একটি নিরীক্ষা...৯৯

৬। কাদিয়ানীদের শতবার্ষিকী পালন: প্রথম আলোর ক্রোড়পত্র
প্রকাশ, কী ছিল সেই ক্রোড়পত্রে? ১১৭

৭। প্রথম আলোর ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত
কাদিয়ানিদের মূল বক্তব্য ১১৮

৮। ছবির এ্যালবাম ১২৫

ইসলাম ও কাদিয়ানি মতবাদ

ইসলাম ও কাদিয়ানিদের অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণার যে গণদাবি উত্থাপিত হয়েছে, যদিও সেটা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন ব্যাপার এবং একটি বিশেষ প্রকরণ হিসাবে যা শুধু মুসলমানদের একান্ত ধর্মীয়, একাডেমিক বিষয়, যে সম্পর্কে একমাত্র তারাই চিন্তা করতে ও বুঝতে সক্ষম, যারা ইসলামের স্বরূপ এবং তার সীমারেখা সম্পর্কে অবগতি লাভ করেছেন। কিন্তু অবাক বিস্ময়ের ব্যাপার হল, আমাদের দেশের ইংরেজী, হিন্দী, উর্দূ ভাষার এমন পত্র-পত্রিকাও– যা অমুসলিমদের দ্বারা পরিচালিত, যার সম্পাদনা, ব্যবস্থাপনাও তাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, যাদের ইসলামিক জ্ঞান জিরো বা শূন্যের চেয়ে বেশি নয়, তারাও নিজেদেরকে এ বিষয়ে মত প্রকাশের হকদার মনে করে এই আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন!

কিছু উর্দূ সাময়িকীতেও এ বিষয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করা হচ্ছে, উদ্দেশ্যের বিচারে যেগুলি সম্পূর্ণ বিনোদনধর্মী ও বাণিজ্যিক, দীন-ধর্মের সঙ্গে যেসব সাময়িকীর দূরতম কোনো সম্পর্কও নেই।

আফসোস! তথাকথিত এইসব শিক্ষিত লোকদের সামান্য অনুভূতিও নেই যে, নিরেট একটি ধর্মীয় বিষয়ের আলোচনায় আবশ্যকীয় জ্ঞান ও অবগতি ছাড়া অংশ নেয়া কত বড় অনৈতিকতা এবং কেমন দায়িত্বহীনতার পরিচয়! এ বিষয়ে তারা এ পর্যন্ত যা কিছু লিখে যাচ্ছেন, তা যে কী পরিমাণ অর্থহীন ও অযৌক্তিক তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আজ এই বিষয়ে কিছু মৌলিক ও গোড়ার কথা আলোকপাত করা হচ্ছে।

ইসলাম কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের নাম নয়। হিন্দু ধর্মের মতো (যদি একে ধর্ম বলা যায়) কিছু আচার-অনুষ্ঠান বা বিশেষ পদ্ধতির পূজা-পাঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার নামও ইসলাম নয়, যেখানে আকিদা-বিশ্বাসের কোনো বালাই নেই।

হিন্দু সম্প্রদায় সম্পর্কে অবগত ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে, তাদের বিশ্বাস হল- বেদকে ঈশ্বর প্রেরিত পবিত্র গ্রন্থ যিনি মানেন তিনিও হিন্দু; মূর্তি পূজা ত্যাগকারী আরিয়া সমাজীও হিন্দু। ঈশ্বর- খোদার পূজারীরাও হিন্দু; ঈশ্বরকে

সম্পূর্ণ অস্বীকারকারীও হিন্দু!! কোনো এক সময় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী জওহারলাল নেহেরু স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছিলেন, হিন্দু হল অদ্ভুত, আশ্চর্যজনক এক ধর্ম! এর থেকে বের হওয়া যায় না কিছুতেই। ঈশ্বর মানব না তবুও আমি হিন্দু থাকব! কোনো ধর্ম মানব না তবুও আমি হিন্দু থাকব!✶

ইসলাম এ জাতীয় আচার সর্বস্ব কোনো দীন বা ধর্ম নয়। মুসলমান হওয়ার জন্যে নির্দিষ্ট কিছু আকিদা-বিশ্বাস ও নির্দেশনা মনে-প্রাণে গ্রহণ করা, সেগুলোকে সত্য-সঠিক বলে মান্য করা একান্ত জরুরী। এসব বাদ দিয়ে কেউ মুসলমান হতে পারে না, এমনকি সে কোনো পয়গম্বরের আওলাদ হলেও। সে সঙ্গে এও জরুরী যে, সে এমন কোনো আবশ্যক বিষয় অস্বীকার করতে পারবে না যা সুস্পষ্ট, দ্বিধাহীন ও সংশয়মুক্ত ও অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা নিশ্চিত এবং মুসালসাল তাওয়াতুর বা অবিরাম বর্ণনাধারা দ্বারা প্রমাণিত। উম্মাহর সর্ব সাধারণ মানুষকেও জানতে হবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শিক্ষা উম্মতকে দিয়ে গেছেন, উলামা, ফুকাহা ও মুতাকাল্লিমিনের (আকিদা শাস্ত্র বিশারদগণের) বিশেষ পরিভাষায় যেগুলোকে ‘যরুরিয়াতে দীন’ বলা হয়, যেমন এই কথাটি যে, ১. আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরিক নেই এবং এটাও যে, ২. হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল, ৩. কিয়ামত ও আখিরাত সত্য, ৪. কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ পথ-নির্দেশক কিতাব, ৫. পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয এবং কাবা শরীফ মুসলমানদের কিবলা...। এগুলো এমন বিষয়, যেগুলোর ব্যাপারে ইসলাম ও রাসূলুল্লাহর সম্পর্কে ন্যুনতম জ্ঞান ও অবগতি সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে ঐ বিষয়গুলোর শিক্ষা দিয়ে গেছেন, যাতে কোনো প্রকার সন্দেহ ও সংশয়ের সুযোগ নেই। এ ধরনের অনিবার্য বিশ্বাস্য কোনো কিছু অস্বীকার না করাও মুসলমান হওয়ার জন্যে জরুরী। কেননা এ রকমের কোনো বিষয়ের অস্বীকৃতির অর্থ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও দিক-নির্দেশনাকে অস্বীকার করা। যার পর ইসলামের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যেসব শিক্ষা ও দিক-নির্দেশনা এমন অকাট্য ও নিশ্চিত প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণিত এবং ধারাবাহিক বর্ণনা ধারায় সাব্যস্ত, যাতে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই

✶ বহুদিন পূর্বে পণ্ডিত নেহেরুর এই উক্তিটি সম্ভবত তার ‘আত্মজীবনীতে’ পড়েছিলাম। এখন স্মৃতি থেকে তা লিখছি। শব্দ তার যাই হোক অর্থ যে এটাই তাতে সন্দেহ নেই।

এবং যেগুলো উম্মাহর সর্ব সাধারণও অবগত, তার একটি হল, 'নবুওয়াত রিসালাতের ধারা সমাপ্ত করে দেয়া হয়েছে আখেরী নবীর মাধ্যমে। তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। তারপর আর কেউ নবী হবেন না।' যে ধরনের অকাট্য দলিলের মাধ্যমে এবং যেই পর্যায়ের পরম্পরা নির্ভর প্রমাণাদির দ্বারা উম্মত জেনেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার তাওহিদ (এক হওয়া), রিসালাত (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাসূল হওয়া), কিয়ামত, আখিরাত, কুরআন মাজিদ আল্লাহর কিতাব হওয়া, পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়া এবং কাবা শরীফ কেবলা হওয়ার শিক্ষা দিয়েছিলেন একই রকম অকাট্য দলিলের মাধ্যমে এবং একই পর্যায়ের পরম্পরা নির্ভর প্রমাণাাদির দ্বারা এটা জানা গেছে যে, তিনি নিজের 'আখেরি নবী হওয়া' এবং 'তাঁর পর আর কোনো নবী না হওয়া' বিষয়টিও সরাসরি শব্দে ও স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে গেছেন। বিষয়টিকে তিনি এত স্পষ্ট ও খোলাখুলি ভাষায় জানিয়েছেন যে, তার চেয়ে অধিক স্পষ্ট ও খুলে বলার আর কোনো অবকাশই নেই।*

এ কারণেই হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকাল থেকে আজ পর্যন্ত গোটা মুসলিম উম্মাহর এ বিষয়ে ইজমা* ও ঐক্যমত্য রয়েছে যে, তাওহিদ, রিসালাত, কিয়ামত-আখিরাত, কুরআনের সত্যতা অস্বীকারকারী, পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়া, কাবা শরীফের কিবলা হওয়া প্রভৃতি

✶ এ বিষয়ে কারো তৃষ্ণা থেকে থাকলে তিনি যেন কমপক্ষে মুফতী শফীর রহ. 'হাদিয়্যাতুল মাহাদিয়্যীন' (আরবী) 'খতমুন নবুয়ত' (উর্দূ, বাংলা) পুস্তক দুটির কোনো একটি অধ্যায়ন করে নেন।

✶ এই উম্মাহর ঐকমত্যকে শরীয়তের পরিভাষায় ইজমা বলা হয়। ইজমা শরীয়তের অন্যতম দলিল। কুরআন-হাদীসের আলোকে তা প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم

'আর হিদায়াত স্পষ্ট হওয়ার পরও যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করবে, অনুসরণ করবে 'মুমিনদের পথ ভিন্ন অন্য পথের' তাকে ফিরিয়ে দেব সে দিকে যেদিকে সে ফিরে এবং প্রবেশ করাব তাকে জাহান্নামে।" -সূরা নিসা ১১৫ আয়াত।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

"لا تجتمع أمتى على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار"

'আমার উম্মত গোমরাহির উপর ঐক্যবদ্ধ হবে না। আল্লাহর মদদ আছে জামাতের সঙ্গে। জামাত ছেড়ে যে দলছুট জীবন-যাপন করে, দলছুট একাকী তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' –তিরমিযি।

১৪০০ বছরের দীর্ঘ ইতিহাসে এই সত্য বারবার প্রতীয়মান হয়েছে। কোনো গোমরাহী কিংবা ভ্রান্তির উপর গোটা উম্মত কখনও একমত হয় নি। তাই কোনো বিষয়ে তাদের ঐক্যমত্য পাওয়া গেলে তা প্রশ্নাতীতরূপে গ্রহণযোগ্য হবে। তা শরীয়তের 'চার মূলনীতির' একটি। – অনুবাদক

বিষয়সমূহের অস্বীকারকারী যেমন মুসলমান হতে পারে না, তেমনি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর নবুওয়াতের দাবিদার ব্যক্তি অথবা তার দাবি ও দাওয়াত কবূল করে তার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপনকারী ব্যক্তিও মুসলমান হতে পারে না। এ ব্যক্তি যদি পুর্বে মুসলমান হয়ে থাকে তবে এখন তাকে ইসলামের সীমানা থেকে খারিজ ও 'মুরতাদ'✶ বলে আখ্যায়িত করা হবে। এবং তার সঙ্গে মুরতাদসূলভ আচরণ করা হবে।

উম্মতের গোটা ইতিহাস জুড়ে এই নীতিরই পূর্ণ বাস্তবায়ন চলে আসছে। সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও অন্য সকল সাহাবায়ে কেরাম মুসায়লামাতুল কাযযাব✶ ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে এই বিধান বাস্তবায়িত করেন। অথচ ঐতিহাসিক বিবরণের সাক্ষ্য আজও বলছে যে, তারা তাওহিদ ও রিসালাতে মুহাম্মাদীর প্রবক্তা ছিল। তাদের মসজিদগুলোতে আযান হত। সেই সব আযানে- أشهد ان لآاله الاالله –أشهد أن محمدا رسول الله (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।) এর ঘোষণা হত।

✶ **মুরতাদ-** কোনো মুসলমান যখন জেনে-বুঝে দীনের অপরিহার্য কোনো বিষয় অস্বীকার করে কিংবা ইসলামকে অবজ্ঞা করে অথবা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে, ইসলামী পরিভাষায় তাকে 'মুরতাদ' বলা হয়।

মুরতাদের শাস্তিঃ-

মুরতাদের পরকালীন শাস্তির কথা আল্লাহ কুরআনে ঘোষণা করেছেন, 'আর যে তার দীন ত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করে, কাফির অবস্থায় তার কৃত আমলসমূহ বরবাদ হয়ে যায়; সে হয় চির জাহান্নামীর অন্তর্ভুক্ত।' সূরা বাকারা-২১৭।

মুরতাদের ইহকালীন শাস্তির কথা হাদীসে এসেছে এভাবে- من بدل دينه فاقتلوه رواه أحمد 'যে ইসলাম ত্যাগ করল, তাকে তোমরা হত্যা কর।' মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৮৭১, আবু দাউদ-৪৩৫।

✶ **মুসায়লামাতুল কাযযাব** আরবের প্রশিদ্ধ গোত্র বুন হানিফিয়্যার (ইয়ামেন) লোক। এ গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণের বাসনায় যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসেন, তখন তাদের সঙ্গে মুসায়লামাও এসেছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মুসায়লামার আবদার ছিল আমাকে যদি আপনার স্থলাভিষিক্ত করে যেতে রাজি থাকেন, তাহলে আমি ইসলাম গ্রহণ করব। সেই মুহূর্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক হাতে ছিল একটি খেজুরের শাখা। তিনি বললেন, 'তুমি যদি বলতে এই 'শাখাটি' তোমাকে দিতে রাজি হলে, তবেই তুমি ইসলাম গ্রহণ করবে, আমি তোমার সেই টুকুতেও রাজি হতাম না। আমি তো দেখছি তুমি সেই মিথ্যুক যার ব্যাপারে স্বপ্নে আমাকে সতর্ক করা হয়েছে।'

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখেছিলেন, তাঁর হাতে স্বর্ণের দুটি কাকন। তিনি বিচলিত হলেন। অদৃশ্য ইঙ্গিতে তিনি হাতের উপর ফুঁ দিতেই দেখলেন, সে দুটো সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গেল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাখ্যা করেছেন– অচিরেই আরবে দুইজন ভণ্ড ও মিথ্যাবাদী নবুওয়াতের দাবিদার মাথাচাড়া দেবে এবং তারা ধ্বংস হবে। তাদের একজন মুসায়লামাতুল কাযযাব অপরজন আসওয়াদ আনসী। –অনুবাদক

মনে রাখতে হবে যে, খতমে নবুওয়াতের ভিত্তি শুধু এটা নয় যে, কুরআনের সূরা আহযাব, ৪০ আয়াতে✶ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে خاتم النبين (সর্ব শেষ নবী) অভিহিত করা হয়েছে, যার ভিত্তিতে আভিধানিক বক্র ব্যাখ্যার মাধ্যমে বেচারা না জানা সাধারণ মানুষদের মধ্যে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা যাবে।

(যদিও আভিধানিক বিচারে 'খাতাম' শব্দের বাস্তবতা হচ্ছে خَاتَم (আংটি) শব্দটি خَاتِمٌ শব্দের অর্থ (আখেরীকে) কে অধিক প্রবলভাবে প্রকাশ করে এবং নবুওয়াতের ধারা খতম হওয়া এবং চূড়ান্তরূপে রুদ্ধ হয়ে যাওয়া এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কোনো নবী না আসা বরং না আসতে পারার আকিদা এবং বিশ্বাসকে দৃঢ় করে দেয়।) তা সত্ত্বেও যেমন বলা হল, বিষয়টির ভিত্তি শুধু কেবল এই (খাতাম) শব্দটিই নয় বরং নবুওয়াত ও রেসালাত-এর ধারার চূড়ান্তভাবে রুদ্ধ হয়ে যাওয়া সংক্রান্ত নবীজি সাল্লাল্লাহু

✶ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে خاتم النبيين 'শেষ নবী' আখ্যা দিয়েছেন। ঘোষণা করেছেন,

ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين 'মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের (জন্মদাতা) পিতা নন, তবে তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্ব শেষ নবী।' সূরা আহযাব-৪০

কাদিয়ানি পণ্ডিতরা خاتم শব্দের অর্থ করে সিলমোহর অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পূর্বের নবীর মোহর স্বরূপ। তাঁর পূর্বের নবী (মির্যা কাদিয়ানি) না-কি মোহরযুক্ত হয়েছেন তাঁর আগমনের মাধ্যমে। সুতরাং এ আয়াত থেকে তারপর আর কোনো নবী না আসা প্রমাণিত নয়। এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবীও নন তারপরও নবী হতে পারে। আর সেই প্রত্যাশিত নবী– মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি। (নাউযুবিল্লাহ)

কাদিয়ানিদের ব্যাখ্যা মতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য নবীদের মোহর হলে তার পূর্বে যত নবী এসে বিগত হয়েছেন তারা কি মোহর বিহীন নবী? যদি তারা মোহর বিহীন নবী হন, তাহলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীগণের মোহর কথাটার সার্থকতা কী? আর তাঁরা যদি মোহরযুক্ত নবী হয়ে থাকেন, তাহলে তাদের মোহর দুনিয়াতে আগমনের পূর্বেই তারা নবুওয়াতের কাজ পূর্ণ করে বিদায় নিলেন কীভাবে? যদি মেনে নেই যে, তিনি শুধু 'পূর্ববর্তীগণের' মোহর তাহলে পরবর্তী নবী যিনি আসছেন (কাদিয়ানি বিশ্বাস মতে) তার মোহর কোথায়?

এগুলো মূলত কাদিয়ানিদের তাওতাবাজি, সত্য নিয়ে লুকোচুরি। সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার ষড়যন্ত্র। নতুবা কুরআন নাযিল হয়েছে যার উপর সেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাতামুন নাবিয়্যিন-এর ব্যাখ্যা করেছেন 'লা নাবিয়্যা বা'দী' 'আমার পর কোনো নবী নেই' বলে। মানুষ কি এতই নির্বোধ যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাখ্যা না মেনে ঐ গোলামের অপব্যাখ্যা মেনে নেবে?

প্রতিটি স্বচ্ছ বিবেকের প্রশ্ন, আয়াতের নবী প্রদত্ত ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাখ্যা কাদিয়ানিরা কোথায় পেল? তবে কি তারা স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়েও কুরআন অধিক বুঝে? ইহুদী নাসারাদের প্রতিপালিত এই সম্প্রদায়ের স্বরূপ জানার এবং বিভ্রান্তি থেকে আল্লাহ মুসলমানদের হেফাজত করুন।

- অনুবাদক